ও পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানের সুশিক্ষা

06-Apr-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

শাহানশাহে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: "যখন বৃহস্পতিবার আসে, **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন, যাদের নিকট রূপার কাগজ এবং সোনার কলম থাকে, তারা লিখে যে, কে বৃহস্পতিরার এবং বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (অর্থাৎ জুমার রাতে) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। **(কানযুল উম্মাল, ১ম অংশ, ১/২৫০, হাদীস নং-২১৭৪)**

ইয়া নবী! তুঝ পে লাখো দরূদ ও সালাম ইস পে হে নায মুঝ কো হোঁ তেরা গোলাম
আপনি রহমত সে তু শাহে খাইরুল আনাম মুঝ সে আচি কা ভি নায বরদার হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! , اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শায়খ কিরমানীর প্রশিক্ষিত কন্যা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক বড় মুত্তাকী এবং পরহেযগার বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সাহেবজাদী যে কিনা খুবই সুন্দর সুশ্রী হওয়ার পাশাপাশি নেককার ও পরহেযগারও ছিলো। যখন বিয়ের উপযুক্ত হলো তখন বাদশাহের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসলো, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তিন দিনের সময় চেয়ে নিলেন এবং মসজিদে মসজিদে ঘুরে কোন উপযুক্ত নেককার যুবকের সন্ধান করতে লাগলেন। এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো, যে সুন্দরভাবে নামায আদায় করছিলো। শায়খ তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার বিয়ে হয়েছে? সে বললো: না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: বিয়ে করতে চাও? কনে কুরআনে মজিদ পড়ে, নিয়মিত নামায রোযা পালন করে, সুন্দর এবং নেক চরিত্রের অধিকারীনি। সে বললো: আমার সাথে কে সম্পর্ক করবে! হযরত

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: আমি করবো, এই কিছু দিরহাম রাখো! আর এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের তরকারী এবং এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নাও। এভাবে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের নেককার কন্যার বিয়ে এ যুবকের সাথে পড়িয়ে দিলেন। নববধু যখন বরের ঘরে আসলো, তখন দেখলো যে, পানির পাত্রের উপর একটি শুকনো রুটি রাখা আছে। সে জিজ্ঞাসা করলো: এই রুটিটি কেন রাখা হয়েছে? বর বললো: এটি গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতারের জন্য রেখে ছিলাম। একথা শুনে সে ফিরে যেতে লাগলো। তা দেখে বর বললো: আমি জানতাম যে, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শাহাজাদী আমার মতো গরীব লোকের ঘরে থাকতে পারবে না। নববধু বললো: আমি আপনার দারিদ্রতার কারণে নয় বরং এ জন্যই ফিরে যাচ্ছি যে, **রাব্বুল আলামিনের** (তথা বিশ্ব প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলার**) প্রতি আপনার বিশ্বাস খুবই দূর্বল দেখা যাচ্ছে। আমি তো আমার পিতার প্রতি আশ্চার্য হচ্ছি যে, তিনি আপনাকে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং নেককার কিভাবে বলে দিলেন! বর এ কথা শুনে খুবই লজ্জিত হলো এবং সে বললো: এই দূর্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। নববধু বললো: আপনার অপারগতা আপনিই জনেন, তবে আমি এই ঘরে থাকতে পারবো না, যেখানে এক বেলার খাবার জমা করে রাখা হয়েছে, এখন তো হয় আমি থাকবো নতুবা এই রুটি। বর সাথে সাথে গিয়ে রুটি দান করে দিলেন।

(রওযুর রাইয়াহীন, আল হিকায়াতুস সানিয়া ওয়াত তাসওন বা'দা মিয়াতিন, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

রাহে সব শাদ ঘর ওয়ালে শাহা থোড়ী সি রুজি পর,
আতা হো দৌলতে সবর ও কানাআত ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারা শুনলেন তো! প্রসিদ্ধ ওলীউল্লাহ্ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর নয়নের মণিকে কিরূপ উত্তম পদ্ধতিতে মাদানী প্রশিক্ষন দিয়েছেন এবং তাঁর প্রশিক্ষিত কন্যার তাওয়াক্কুলও কিরূপ মহৎ ছিলো, যে নিজের স্বামীর ঘরে সুযোগ সুবিধা এবং ধন সম্পদের আধিক্য

www.dawateislami.net

না থাকার কারণে অসন্তুষ্ট হননি বরং অভিযোগ করলেন তো এজন্য যে, ইফতারের জন্য রুটি বাচিঁয়ে কেন রাখা হলো? কেননা তার নিকট এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি ছিলো, এই শাহাজাদির এই মাদানী চিন্তাধারা তারই সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাদানী প্রশিক্ষনের কারণেই অর্জিত হয়েছে যে, যিনি স্বয়ং মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল বুযুর্গ ছিলেন। সুতরাং তিনি সেইভাবেই তার কন্যার মাদানী প্রশিক্ষণ করেছেন এবং তাঁর জন্য ইবাদত গুজার পাত্র নির্বাচন করলেন, যেন তাকওয়া ও পরহেযগারীর বরকত তাদের প্রজন্মেও পরিবর্তিত হতে থাকে। কেননা, মানুষ যদি নিজে নেককার হয় তবে তার নেকী দ্বারা তার পরবর্তী প্রজন্মও উপকৃত হয়, যেমনটি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** মানুষের নেকী দ্বারা তার সন্তান এবং তারও সন্তান, তারও সন্তানের সংশোধন করে দেন আর তার বংশধর এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে তাকে নিরাপত্তা দান করেন আর তারা সবাই **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে পর্দা এবং নিরাপত্তায় থাকে। **(দুররে মনসুর, ৫/৪২২, পারা ১৬, ৮৬ নং আয়াতের পাদটিকা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার বিষয়ে খুবই উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়, সম্ভবত এর কারণ হলো যে, পিতামাতা স্বয়ং প্রশিক্ষিত নয় এবং যারা নিজেরা শরীয়াতের বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ আর প্রশিক্ষনের মুখাপেক্ষী তবে তারা অপরকে কিভাবে শিক্ষা দিতে পারে, তাই যখন এই স্বাধীন মানসিকতার পিতামাতার কন্যাদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে তখন পিতামাতা এই বিষয়ে প্রাধান্য দেয় যে, পাত্র ধনী, বিভিন্ন দুনিয়াবী জ্ঞান বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী এবং আধুনিক পরিবারের সন্তান কিনা, চাই তো নামায এক ওয়াক্তও না পড়ুক, যদিওবা ফাসিক ও ফাজির (অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহ সম্পাদনকারী) হোক, হারাম উপার্জন করুক, লোকদের ধোকা দেয়াতে প্রসিদ্ধ হোক, দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসআলাও না জানুক, মোটকথা বেআমলীর পরিপূর্ণ নমুনাই হোক না কেন, আর যদি কেউ এমন ছেলেকে বিবাহের পরামর্শ দেয় যে, যার আয় সামান্য যদিওবা ১০০% হালাল, স্ত্রীর অধিকার আদায় করতেও সক্ষম, মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং

www.dawateislami.net

দ্বীনদার, জ্ঞান ও আমল, লজ্জাশীল এবং সুন্নাতের অনুসারী, খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার দৌলতে পরিপূর্ণ, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, ক্বারী বা মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত তবে مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বাক্যালাপ করা হয়ে থাকে যে, আরে! একে বিয়ে করলে তো আমার মেয়ে না খেয়ে মরবে, ঘরে তো বন্দি করে রাখবে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত বোরকা পরিয়ে রাখবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে রাখবেন! উত্তম মা বাবা কখনো এরূপ অজ্ঞতা ও মূর্খতা করবে না বরং তারা তো নিজের বোন ও কন্যার জন্য সর্বদা দ্বীনদার ব্যক্তিই খুঁজতে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের **আক্বা ও মওলা, মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও দ্বীনদার ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। যেমনভাবে-

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহের (প্রস্তাব) বার্তা পাঠায় যে, যার ধার্মিকতা ও চরিত্র তুমি পছন্দ করো তবে বিয়ে দিয়ে দাও, যদি তা না করো তবে জমিনে (দুনিয়াতে) ফিতনা এবং দীর্ঘ ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে। **(তিরমিযী, ২/৩৪৪, হাদীস নং-১০৮৬)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: অর্থাৎ যখন তোমাদের কন্যার জন্য দ্বীনদার ও উত্তম আচার আচরণের উপযুক্ত ছেলে পেয়ে যাও তবে শুধু মাত্র সম্পদের লোভে এবং লাখপতির অপেক্ষায় যুবতী কন্যার বিয়েতে দেরী করো না, এ জন্যই যে, যদি ধনীর অপেক্ষায় কন্যাদের বিবাহ না দেয়া হয় তবে একদিকে অনেক কুমারী মেয়ে বসেই থাকবে এবং অপরদিকে অনেক ছেলে অবিবাহিত রয়ে যাবে, যার কারণে ব্যভিচার ছড়িয়ে পরবে আর অপকর্মের কারণে মেয়ের পরিবার লজ্জায় পড়ে যাবে, পরিনতি এরূপ হবে যে, বংশ পরস্পর ঝগড়া করবে, হত্যা ও মারামারি হবে, যা আজকাল দেখা যাচ্ছে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ প্রদানকারী, অফুরন্ত দাতা এবং অগনিত নেয়ামত দ্বারা ধন্যকারী **প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার** কোটি কোটি নেয়ামত থেকে একটি মহান নেয়ামত হচ্ছে সন্তান, সন্তান এমনি এক নেয়ামত যে, যার মাধ্যমে ঘরে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়, নেক সন্তান এমনি নেয়ামত যে,

www.dawateislami.net

পিতামাতার বৃদ্ধাকালে তাদের একমাত্র আশ্রয় হয়, উত্তম সন্তান পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের মুক্তির উপায় হয়। **আল্লাহ্ তাআলা** যখন কাউকে এই নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন তখন পিতামাতার খুশির সীমা থাকে না, কিন্তু সাথে সাথে তাদের পরীক্ষাও শুরু হয়ে যায়। এখন এটা পিতামাতার উপর যে, তারা সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা দিয়ে এই পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করে কি না। মনে রাখবেন! সাধারণত শিশুরা পিতামাতার অভ্যাস ও আচরনকেই অনুসরণ করে থাকে, যদি পিতামাতা শরীয়াতের অনুসারী এবং জ্ঞানার্জনের আগ্রহী হয় তবে তাদের বংশধররাও নেকীর পথে পরিচালিত হয় এবং পিতামাতার মুক্তি ও ক্ষমা এবং সুনামের কারণ হয়, আর যদি পিতামাতা স্বয়ং মন্দ স্বভাবের অধিকারী হয়, তবে সন্তানের মাঝেও সেই মন্দ স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এমন সন্তান মুক্তির উপায় নয় বরং ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। মনে রাখবেন! সন্তানের প্রশিক্ষন পিতামাতা উভয়েরই দায়িত্ব, কিন্তু পিতা উপার্জনের বাহানা বানিয়ে সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার পুরো ভার মায়ের উপর দিয়ে নিজেকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত মনে করে নেয় আর সন্তানের মা পারিবারিক কাজে অপারগতা প্রকাশ করে সন্তানের আসল দায়িত্বশীল নিজের স্বামীকেই বানিয়ে দেয়, পরিনতিতে এরূপ সন্তান আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়ে পরিবারের সকলের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পিতামাতার উচিৎ যে, নিজের দায়িত্ব পালন করে দেশ ও জাতি এবং ভবিষ্যতের এর ভিত্তিদেরকে শৈশব থেকেই নেক এবং সমাজের চরিত্রবান ব্যক্তি বানাতে কখনোই অবহেলা না করা। কেননা, শৈশবে যা শিখা হয়, তার প্রভাব শক্তিশালী এবং দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে থাকে, যেমন হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: اَلْعِلْمُ فِى صِغَرِهٖ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَر অর্থাৎ শৈশবে জ্ঞানার্জন করা, পাথরে অঙ্কনের ন্যায় পরিপক্ক হয়ে থাকে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ১/৩৩৩, হাদীস নং-৫০১৫)**

আসুন! সন্তানের প্রশিক্ষন সম্পর্কে আমাদের মানসিকতা প্রদানকারী আক্বা, আমাদের এবং আমাদের সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুবাসিত চারটি বাণী শ্রবণ করি:

১. হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করেন:

www.dawateislami.net

قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

(পারা ২৮, আত তাহরীম, ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিজেকে ও নিজের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো।

তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা নিজের পরিবারবর্গকে কিভাবে আগুন থেকে বাঁচাতে পারি? তখন **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তাদেরকে এই কাজের আদেশ দাও, যা **আল্লাহ্ তাআলার** পছন্দনীয় এবং সেই কাজ করা থেকে নিষেধ করো, যা **আল্লাহ্ তাআলার** অপছন্দনীয়।" (দুররে মনসুর, ৮/২২৫)

২. ইরশাদ হচ্ছে: নিজের সন্তানদের তিনটি অভ্যাসের শিক্ষা দাও: (১) নিজের **নবীর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ভালবাসা (২) আহলে বাইতের ভালবাসা এবং (৩) কুরআনে পাকের শিক্ষা। (জামেউস সগীর, বাবুল হামযাহ, হাদীস নং-৩১১, পৃষ্ঠা-২৫)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: সন্তানের প্রতি পিতামাতার উপর অধিকার রয়েছে যে, তাদের ভাল নাম রাখবে এবং উত্তম আদব শিখাবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুকুকিল আওলাদ ওয়া আহলিনা, ৬/৪০০, হাদীস নং-৮৬৫৮৬)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: কোন পিতা তার সন্তানকে এমন দান দেয়নি, যা উত্তম আদব থেকে শ্রেষ্ঠ। (তিরমিযী, কিতাবুল বিরে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফি আদবুল ওয়ালাদ, ৩/৩৮৩, হাদীস নং-১৯৫৯)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: উত্তম আদব দ্বারা উদ্দেশ্য সন্তানকে দ্বীনদার, মুত্তাকী, পরহেযগার বানানো। সন্তানের জন্য এর চেয়ে উত্তম দান আর কি হতে পারে যে, এই বিষয় গুলোই দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে আসবে। পিতামাতার উচিৎ যে, সন্তানকে শুধুমাত্র ধনী বানিয়ে দুনিয়া থেকে না যাওয়া, তাদের দ্বীনদার বানিয়েই যাওয়া, যা স্বয়ং তাদেরও কবরে কাজে আসবে যে, জীবিত সন্তানের নেকীর সাওয়াব মৃতেরও কবরে পৌঁছে থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তানের ইসলামী শিক্ষা ও মাদানী প্রশিক্ষণ যতটুকু বর্তমানে প্রয়োজন, সম্ভবত এর পূর্বে এতো প্রয়োজন কখনো ছিলো না। কেননা,

www.dawateislami.net

বর্তমানে চারিদিকে শয়তানী কাজ এবং গুনাহের আধিক্যে ভরপুর আর সন্তানকে শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষা প্রদানের প্রবণতা প্রবল আকার ধারণ করছে, পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী যুগে সন্তানদের জন্য দ্বীনি শিক্ষাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হতো, সম্ভবত এই কারণেই সেই যুগে পিতামাতার পাশাপাশি তাদের সন্তানরাও মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং অনুগত হতো, কিন্তু বর্তমানে দুনিয়াবী শিক্ষাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, এই কারণেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে মোটা অংকের ফি আদায় এবং সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা এই জন্যই করা হয় যেন সন্তানের দুনিয়াবী ভবিষ্যত উজ্জল হয়ে যায়, ভাল চাকরী পেয়ে যায়, মোটা অংকের ব্যাংক ব্যালেন্স জমা হয়ে যায়, এমনকি এই উদ্দেশ্য সফল করতে পিতামাতা তার সন্তানকে বিদেশে পড়ার জন্যও পাঠিয়ে দেয়। এভাবে দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করার পর সন্তান পুরোপুরি দুনিয়াদার, ভাল বিজনেস ম্যান এবং ফ্যাসেনেবল তো হয়ে যায় কিন্তু নেক এবং বাআমল মুসলমান হতে পারে না।

সন্তানের প্রশিক্ষনের মানসিকতা দিতে গিয়ে বিবেকে আঘাত করে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মুসলমানদের পদ্ধতি এরূপ যে, শৈশবে নিজের সন্তানের চরিত্র ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। গরীবরা তো তাদের সন্তানকে ভবঘুরে ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করতে দেয় এবং তাদের শিক্ষাকাল অসৎ সঙ্গ ও খেলাধুলায় নষ্ট করে দেয়, সেই সন্তান বড় হয়ে হয়তো ভিক্ষা করে নতুবা অসম্মানের চাকরী করে অথবা চোর ডাকাত এবং সন্ত্রাসী হয়ে নিজের জীবন জেলখানায় অতিবাহিত করে দেয়, আর ধনী লোকেরা নিজের সন্তানদের শুরু থেকেই সৌখিন হিসেবে গড়ে তোলে, ইংলিশ কাটিং চুল রাখা, অহেতুক খরচ করা শেখায়। সর্বদা সাটিং স্যুটিং করে রাখে, অতঃপর নিজের সাথে সিনেমা এবং নাচ গানের পার্টিতে তাদেরকে অংশগ্রহণ করায়, যখন এই কচি সন্তান কিছুটা বড় হয় তখন তাকে কলেমা পর্যন্ত শেখায় না, কলেজ বা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। বেশি খরচ করা, ফ্যাশেনেবল হওয়া শেখানো হয়। অসৎ সঙ্গের কারণে শরীর এবং ধর্ম দু'টিই ধ্বংস হয়ে যায়, এবার যখন সেই কচি সন্তান কলেজ শেষ করে বের হয়ে এসে যদি উপযুক্ত চাকরী পেয়ে যায় তবে সাহেব বাহাদুর হয়ে যায় যে, না মায়ের আদব জানে,

www.dawateislami.net

না পিতা চেনে, না স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে ধারণা আছে, না সন্তানের লালন পালন সম্পর্কে অবগত, তাদের মনে শ্রেষ্ঠ উন্নতি এটা যে, আমাকে মানুষেরা ইংরেজ মনে করে, নিজেকে অপর জাতির মাঝে বিলীন করে দেয়াও কি আবার উন্নতি! যদি যথাযথ স্থানে চাকরী না হয় তবে এই বেচারাদের অনেক বিপদে পড়তে হয়। কেননা, কলেজে খরচ করা শিখেছে। উপার্জন করা শেখেনি, খাওয়ানো শেখেনি, নিজের কাজ চাকর দিয়ে করানো শিখেছে, নিজে করা শেখেনি এখন এরা কলেজের ন্যায় জীবন কাটানোর জন্য সন্ত্রাসী হয়ে যায় বা জাল নোট বানিয়ে জীবন জেলে অতিবাহিত করে অথবা ডাকাত হয়ে যায়, এরা সেই লোক যারা শৈশবকালে ভাল সঙ্গ পায়নি, তারা বড় হয়ে পিতামাতাকে অনেক কষ্ট দিয়ে থাকে, আমরা অনেক ফ্যাশনেবল ছেলের পিতামাতাকে দেখেছি যে, তারা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলে, মুফতী সাহেব তাবীয দিন যেন সন্তান কথা মানে, আমাদের আয়ত্বে এসে যায়। কিন্তু বন্ধুরা! শুধু তাবীয দিয়েই কাজ হয় না, কিছু ভাল আমলও করতে হয়। **(ইসলামী জিন্দেগী, ২৯-৩০ পৃষ্ঠা)**

মেরী আ'নে ওয়ালে নসলেঁ তেরে ইশক হি মে মাচলে,
ইনহে নেক তু বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা বাস্তব যে, মানুষ যা বপন করে তারই ফসল কাটে, এমন কখনো হয় না যে, বপন করেছি তো অন্য কিছু আর যখন ফসল কাটার সময় হলো তখন দেখা গেলো অন্য কিছু, ব্যাস এমনই উদাহরণ সন্তানদের বেলায়ও যে, পিতামাতা সন্তানদেরকে ইসলামী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয় না কিন্তু তারপরও এটা আশা করে যে, **"আমাদের সন্তান নেক ও পরহেযগার হোক, পিতামাতার অনুগত্য করুক, সমাজের সম্মানিত উন্নত চরিত্রবান হোক"**। যখন ফলাফল এর বিপরীত আসে, তখন অনেক দেরী হয়ে যায়, সেই সময় পিতামাতা যদিও সংশোধন করতে চায়ও, করতে পারে না। বিপথে যাওয়া সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট পিতামাতা যদি ঠান্ডা মাথায় তাদের বিপথে যাওয়ার কারণের প্রতি লক্ষ্য করে তবে এতে তাদের ভুলই

www.dawateislami.net

বেশি নজরে পড়বে, যেমন; সন্তান যদি কাজ কর্ম না করে বা এ ব্যাপারে অলসতা প্রকাশ করে, স্কুল বা কোচিং সেন্টার কামাই করে অথবা দেরী করে যায়, লেখা পড়ায় ফাঁকি দেয়, কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার বা বিশেষ পোশাক পরার জন্য বলা হলো এবং সে এতে রাজি হলো না, এমনিভাবে অন্যান্য দুনিয়াবী বিষয়ে গড়িমসি করে বা একগুয়েঁমি করে তবে পিতামাতা ঠিকই বকাঝকা করে থাকে, কড়া কড়া কথা শুনায়, ঘন্টার পর ঘন্টা লেকচার দেয়, এমনকি মার দিতেও দ্বিধা করে না, কিন্তু সন্তান নামায কাযা করা বা জামাআতে নামায আদায় না করা, মাদরাসা বা জামেয়া থেকে ছুটি করে নেয়া বা দেরী করে যাওয়া, মোবাইল ফোন ও ওয়াটসআপের মাধ্যমে নামাহারিমদের সাথে সম্পর্ক রাখা, সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, নিত্য নতুন ফ্যাশন করা, হালাল ও হারামের পার্থক্য না করা, মদ পান করা, জুয়া খেলা, মিথ্যা বলা, গীবত করা, নাজায়িয ফ্যাশন অবলম্বন করা, দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা, মন্দ আকীদার লোকের সঙ্গে বসা, অহেতুক কাজে টাকা খরচ করা, মোটকথা বিভিন্ন ধরনের খারাপ অভ্যাসে লিপ্ত তবে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা তো দূর বরং পিতামাতার মাথায় বিন্দু পরিমান চিন্তাও আসে না। সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষন না করার কারণে পিতামাতাকে কেমন কেমন দিন দেখতে হয়। আসুন! এসম্পর্কে একটি শিক্ষনীয় কাহিনী শ্রবণ করি এবং শিক্ষার মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই:

ছেলেও কি কখনো পিতাকে মারতে পারে?

তাম্বিহুল গাফিলিনে বর্ণিত রয়েছে: "সমরকন্দ" এর এক আলিমে দ্বীন হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট এক ব্যক্তি আসলো এবং বলতে লাগলো: "আমার সন্তান আমাকে মেরেছে।" তিনি আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ছেলেও কি পিতাকে মারতে পারে? জি হ্যাঁ! এমনি হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি তাকে ধর্মীয় জ্ঞান ও আদব শিখিয়েছেন? সে বললো: না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কুরআনে করীম শিখিয়েছেন? সে বললো: না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: তবে সে কি করে? সে বললো: ক্ষেত খামার করে। হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: জানেন কি সে আপনাকে কেন মারলো? বললো: না। তিনি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কড়া ভাষায়

www.dawateislami.net

বললেন: সম্ভবত সে সকাল বেলা গাধার উপর আরোহন করে যখন ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলো, ষাঁড় তার আগে এবং কুকুর তার পেছনে ছিলো, কুরআনে পাক তো সে পড়তে পারতো না যে, কিছু রূহানিয়্যত নসীব হতো, ব্যস এভাবেই উদাসীন ভাবে কিছু গুনগুন করছিলো, এমনি সময় আপনি তার সামনে চলে আসলেন, সে ভাবলো যে, ষাঁড়ের সামনে প্রতিবন্ধকতা এবং তা সরানোর জন্য মাথায় কোন কিছু দিয়ে জোড়ে মেরে দিলো! শোকর করুন যে, আপনার মাথা ফাটেনি। (তাম্বিহুল গাফিলিন, ৬৮ পৃষ্ঠা)

আসুন! এবার একটি বর্ণনা শুনি এবং সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষনের মানসিকতা তৈরী করি।

পাহাড় সম পরিমাণ নেকী কাজে আসলো না

(কিয়ামতের দিন) এক ব্যক্তির স্ত্রী সন্তান **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই ব্যক্তির কাছে থেকে আমাদের অধিকার আদায় করে দিন। কেননা, সে আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের বিধানাবলী শেখায়নি এবং সে আমাদের হারাম খাওয়াতো কিন্তু আমরা তা জানতাম না। সুতরাং সেই ব্যক্তিকে হারাম উপার্জনের কারণে এমনভাবে পিঠানো হবে যে, তার মাংস ঝরে যাবে, অতঃপর তাকে মিযানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ফিরিশতা তার পাহাড় সম পরিমাণ নেকী আনবে, তখন পরিবার পরিজন থেকে এক ব্যক্তি তার নেকী থেকে নিয়ে নিবে। অপরজন অগ্রসর হবে, সেও নেকীসমূহ থেকে নিজের অভাব পূরণ করবে। (এভাবে তার সব নেকী তার পরিবারের লোকেরা নিয়ে নিবে) এবার সে তার পরিবারের দিকে তাকিয়ে বলবে: আমার কাঁধে শুধুমাত্র তাদের গুনাহের বোঝা রয়ে গেছে, যা আমি তোমাদের জন্যই করেছি। ফিরিশতা ঘোষনা করবে: এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সমস্ত নেকী তার সন্তান সন্তুতিরাই নিয়ে গেছে এবং তাদের কারণেই সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো।

(কুররাতুল উয়ুন, আল বাবুস সামিন ফি উকুবাতি কাতিলিন নাফস ওয়া কা'তেয়ির রহম, ২০১ পৃষ্ঠা)

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه!　　اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দিল কে ফূ ফুলে জল উঠে সীনে কে দাগ সে, উস ঘর কো আগ লাগ গেয়ী ঘর কে চেরাগ সে।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যে পিতামাতা নিজের সন্তানদের মাদানী শিক্ষায় শিক্ষিত করে না, তবে তাদের কিরূপ লজ্জা ও অপমাণের স্বীকার হতে হয়। সুতরাং উত্তম পিতামাতা হওয়ার প্রমাণ দিয়ে নিজের সন্তানকে কুরআনে করীমের প্রতি ভালবাসা এবং এর আমল করা শেখান।

সদরূশ শরীয়া, বদরুত তরিকা আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সর্বপ্রথম সন্তানদের কুরআনে মজীদ পড়ান এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় শেখান, রোযা ও নামায, পবিত্রতা, কেনা বেচা এবং পারিশ্রমিক ও অন্যান্য বিষয়াদির বিধানাবলী যা প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হয় এবং তা না জানার কারণে শরীয়াত বিরুদ্ধ কাজ করার অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায় তার শিক্ষা দিন। যদি দেখেন যে, সন্তান জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী এবং উপলব্ধিও করে, তবে ইলমে দ্বীনের খেদমতের চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে এবং যদি সামর্থ না থাকে তবে সঠিক আকীদা এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়িল শিখার পর যেকোন জায়িয কাজে লেগে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ২/২৫৬) কন্যা সন্তানকেও আকীদা ও প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়িল শেখানোর পর কোন মহিলা থেকে সেলাই ও কারুকার্য ইত্যাদি কাজ শেখান, যা মহিলাদের প্রায় প্রয়োজন পড়ে এবং রান্না ও অন্যান্য ঘরোয়া কার্যাদিতে তাকে পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করুন। কেননা, পাকাপোক্ত নারী যেরূপ সুন্দর ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে, অপরিপক্ক নারী তা কখনো পারে না। (বাহারে শরীয়াত, ২/২৫৭)

হযরত আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: আমাদের উপর ফরয হলো যে, নিজের সন্তান এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়া, ভাল কথা শেখানো এবং আদব ও কৌশলের শিক্ষা দেয়া, যা ছাড়া কোন উপায় নাই।

(তাফসীরে কুরতুবী, ৯/১৪৮)

আজকালকার এই ফিতনায় ভরপুর যুগেও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এমনও পিতামাতা রয়েছে যে, যারা শরীয়াতের বিধানের প্রতি অবনত মস্তকে সৎ-সাহস ও উৎসাহ সহকারে সমাজের কটুক্তিকে সহ্য করে সন্তানের সংশোধন এবং তাদের ইসলামী পদ্ধতিতে মাদানী শিক্ষা দিয়ে নিজের ও তাদের আখিরাতকে উত্তম বানাতে সদা

www.dawateislami.net

সচেষ্ট, তাই তো এই মাদানী মানসিকতা সম্পন্নদের সন্তানদের মধ্যে কেউ কুরআনের হাফেয হয়, কেউ কুরআনের ক্বারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে, কেউ নেকীর দাওয়াত প্রসারকারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ হয়, তো কেউ ইলমে দ্বীনের আলো প্রসারিতকারী আলিমে দ্বীন এবং মুফতী হয়ে প্রিয় মাহবুবের উম্মতের শরয়ী পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যে পিতামাতার সন্তান এভাবে দ্বীনের খিদমত করে যাচ্ছে, তারা এই বিষয়ে ভালভাবে অবগত যে, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বানানোর উপকারিতা শুধুমাত্র দুনিয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ আর নেককার সন্তান পিতামাতার মৃত্যুর পরও উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

হযরত সায়্যিদুনা বারিদাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কুরআন পড়লো এবং তা শিখলো আর এর উপর আমল করলো, তবে তার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন নূরের এমন এক মুকুট পরানো হবে, যার উজ্জলতা সূর্যের ন্যায় হবে এবং তার পিতামাতাকে দুটি হুল্লা (জান্নাতি পোশাক) পরিধান করানো হবে, যার মূল্য এই পৃথিবী আদায় করতে পারবে না, তখন তারা জিজ্ঞাসা করবে: এই পোশাক কেন পরানো হয়েছে? তাদের বলা হবে: তোমাদের সন্তান কুরআনকে আঁকড়ে ধরার কারণে। (মুস্তাদরিক, কিতাবু ফাযায়িলে কুরআন, বাবু মান কারাআল কুরআনা ওয়া তাআল্লামাহু..., নম্বর-২১৩২, ২/২৭৮) অপর এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলা** একজন নেককার বান্দার মর্যাদা জান্নাতে সমুন্নত করবেন, তখন সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমি এই মর্যাদা কিভাবে পেলাম? তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করবেন: তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার কারণে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুল ইস্তিগফার ওয়াত তাওবা, হাদীস নং-২৩৫৪, ১/৪৪০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতা এই ফযিলত এজন্যই পেতে পারে যখন স্বয়ং ইলম ও আমল এবং সুন্নাতের অনুসারী, খোদাভীতি সম্পন্ন এবং আলিমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা পোষনকারী হন। যদি আমরাও এই গুণাবলী অর্জন করতে চাই তবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই পথেই পরিচালিত হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

www.dawateislami.net

“VCD ইজতিমা”

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুসলমানদেরকে **“নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা”**র মাদানী মানসিকতা দেয়ার পাশাপাশি নিজের সন্তানদের ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দীক্ষার প্রতিও বিশেষভাবে মানসিকতা প্রদান করে থাকে, সুতরাং পিতামাতার উচিৎ যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি মাদানী কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করে নেয়া। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **“VCD ইজতিমা”**। যাতে অংশগ্রহণ করে ইসলামী ভাইয়েরা সম্মিলিতভাবে সুন্নাতে ভরা বয়ান দেখে বা শুনে ইলমে দ্বীনের দৌলত দ্বারা উপকৃত হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সম্মিলিতভাবে ইলমে দ্বীন অর্জন করার খুবই বরকত রয়েছে। যেমনিভাবে-

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে: “যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে গমন করবে, তখন তা থেকে কিছু না কিছু খুঁজে নাও। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞাসা করলেন: জান্নাতের বাগান কি? ইরশাদ করলেন: যিকিরের আসর।” **(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৮৭তম অধ্যায়, ৫/৩০৪, নম্বর-৩৫২১)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **VCD** ইজতিমায় অংশগ্রহনের বরকতে অনেক আশিকানে রাসূলের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **VCD** ইজতিমায় অংশ গ্রহনের একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার শ্রবণ করি: যেমনিভবে-

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম

পাঞ্জাব প্রদেশের ইসলামী ভাইয়েরা বর্ণনা হচ্ছে: আমি সমাজের বিগড়ে যাওয়া যুবক ছিলাম এবং দিন দিন গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত হচ্ছিলাম। আমার সংশোধনের বিষয়টি ঠিক এইভাবে হলো যে, আমাদের এলাকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদাররা **VCD** ইজতিমার ব্যবস্থা করলো। আমিও সেই **VCD** ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলাম। যখন আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক সুন্নাতে

www.dawateislami.net

ভরা ইজতিমার হৃদয়কাড়া দৃশ্য দেখলাম, তখন খুবই প্রভাবিত হলাম আর যখন ২৭শে রমযান রাতে হওয়া আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রভাবময় বয়ানের কিছু অংশ শুনলাম তখন আমার বিগত জীবন সম্পর্কে ভয় অনুভব হতে লাগলো, বয়ান শুনতে শুনতে আমার মনের দুনিয়া পরিবর্তন হতে লাগলো। অবশেষে আমি আমার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

আতায়ে হাবীবে খোদা মাদানী মাহোল, হে ফয়যানে গউস ও রযা মাদানী মাহোল।
সালামত রাহে খোদা মাদানী মাহোল বাচে নযরে বদ সে সদা মাদানী মাহোল।
সানওয়ার জায়েগী আ'খিরাত إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ, তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬-৬৪৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তানের সুশিক্ষা সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীন এবং পূর্ববর্তী মুসলমানদের আচরণ আমাদের জন্য পথ নির্দেশনা। কেননা, এই ব্যক্তিত্বরা সন্তানের সুশিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলেন এবং সন্তানের ন্যায় নেয়ামতের সঠিক গুণগ্রাহীও ছিলেন। কেননা, স্বয়ং তাঁদের লালন পালনও তো কোন নেক চরিত্রবান পিতামাতার কোলেই হয়েছিলো, এই ব্যক্তিরা নিজেরাও নেকীর প্রতি প্রবল আগ্রহী এবং নিজের সন্তানদেরও নেকীর পথে চালিত হওয়ার উৎসাহ দিতেন, এই কারণেই যে, তাদের সন্তানরা একান্ত বাধ্যগত, চোখের শীতলতা, মনের প্রশান্তি হতো এবং সমাজে তাদের নাম উচ্চতর করতো। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে দু'টি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি এবং এর থেকে অর্জিত মাদানী ফুল নিজের অন্তরের মাদানী পুস্পদানিতে সাজিয়ে রাখি।

গ্রাম্য মহিলার উপদেশঃ

ইমাম আছমায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি একজন গ্রাম্য মহিলা দেখলাম, যে তার সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছিলেন: পুত্র! আমলের তৌফিক **আল্লাহ্ তাআলা** পক্ষ থেকেই এবং আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, ❀ চোগলখোরি করা থেকে বিরত থেকো। কেননা, এটি দু'টি সম্প্রদায়ে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়, বন্ধুদের পৃথক করে দেয়। ❀ মানুষের দোষ ত্রুটির সন্ধানে থাকা থেকে বিরত থেকো, যেন তুমি ত্রুটিযুক্ত

www.dawateislami.net

হয়ে না যাও। ❀ ইবাদতে লৌকিকতা করো না। ❀ সম্পদ খরচ করাতে কৃপণতা থেকে বেঁচে থেকো। ❀ অপরের পরিনতি থেকে শিক্ষা অর্জন করো। ❀ মানুষের যে কাজ তোমার ভাল লাগে তার উপর আমল করো এবং তাদের যে কাজ তোমার খারাপ মনে হয় তা থেকে বেঁচে থেকো। কেননা, মানুষ নিজের দোষ দেখে না। অতঃপর সেই মহিলা চুপ হয়ে গেলেন, তখন আমি বললাম যে, হে গ্রাম্য মহিলা! তোমাকে **আল্লাহ্**র শপথ! আরো উপদেশ দাও। সে জিজ্ঞাসা করলো: হে শহরে অবস্থানকারী! তোমার কি একজন গেঁয়োর কথা ভাল লাগলো? আমি বললাম: **আল্লাহ্**র শপথ! ভাল লেগেছে। তখন সে বললো যে, ❀ পুত্র! ধোকা দেয়া থেকে বিরত থেকো। কেননা, তুমি মানুষের সাথে যে ব্যবহার করো, ধোকা দেয়া এর মধ্যে একেবারে নিকৃষ্ট। ❀ দানশীলতা, ❀ ইলম, ❀ নম্রতা এবং ❀ লজ্জাশীলতা অবলম্ভন করো আর এখন আমি তোমাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট সমর্পন করছি, তুমি নিরাপদে থাকো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার প্রতি দয়া করুক। ❀ মনে রাখবে! মুসলমান অবস্থায় গীবত করা ৩০ বার অপকর্ম করার চেয়েও কঠিন গুনাহ।

(আঁসুয়ো কা দরিয়া, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

গীবত ও চুগলী কি আ'ফত সে বাঁচে, ইয়ে করম ইয়া মুস্তফা ফরমায়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাজেদারে মাদানী ইনআমাত এবং সন্তানের সুশিক্ষা

মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**, মারকাযি মজলিশে শুরার রূকন হাজি আবু জুনাঈদ যমযম রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সন্তানের আম্মাজানের বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, মরহুম তাঁর সন্তানদের খুবই ভালবাসতেন, কন্যারা বাড়ি এলে তাদের সাথে দেখা করার জন্য শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঘরে চলে আসতেন। কারো ভুল সংশোধন করে দেওয়ার জন্য কণ্ঠস্বর সামান্য কঠোর করলেও তৎক্ষণাৎ তার ব্যাখ্যাও করে দিতেন। বলতেন: **"আমি আখিরাতে নাজাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তোমাদের উপকারের জন্য বুঝাচ্ছি।"** আহার করার সময় সন্তানদের মাধ্যমে দোয়া পড়াতেন। সুন্নাত অনুযায়ী আহার করার ব্যবস্থা করতেন। যথাসম্ভব পুত্র

www.dawateislami.net

সন্তানদেরকে নামাযের জন্য সাথে নিয়ে যেতেন, মাদানী কাফেলায় সফরে যাবার সময় নামাযের জন্য তাগাদা দিয়ে যেতেন এবং সফরে গিয়েও **SMS** এর মাধ্যমে খবরাখবর নিতেন, নামায আদায় করেছে কি না? অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি বড় সন্তানকে বলেছিলেন: "আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমরা দুইজন মাদানী কাফেলায় সফর করবো। সন্তানকে মোবাইল না দেয়ার জন্য এই মনমানসিকতা তৈরি করে দিয়েছিলেন যে, বাপা (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) ছোট ছেলেদেরকে মোবাইল দিতে নিষেধ করেছেন, তাই আমি তোমাকে মোবাইল কিনে দেব না। **(মাহবুবে আত্তার কি ১২২ হিকায়াত, ১৩ পৃষ্ঠা)**

মেরী আ'নে ওয়ালে নসলে তেরে ইশক হি মে মাচলে
ইনহে নেক তুম বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কাহিনীতে পিতামাতা এবং সন্তানের জন্য উপদেশ মূলক মাদানী ফুল রয়েছে। এটা সত্য যে, ভাল পিতামাতারা সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণ দেয়া থেকে কখনো উদাসীন হন না বরং তাদেরকে নসিহতের মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত রাখে এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করেন, যদি তারা নিজেরা নামাযী, মাদানী কাফেলার মুসাফির, মাদানী ইনআমাত এবং সুন্নাতের অনুসারী হয় তবে নিজের সন্তানদেরও মাদানী কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকে আর তাদের থেকে জিজ্ঞাসাবাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। যাই হোক! এখন এর সিদ্ধান্ত পিতামাতাকেই নিতে হবে যে, সন্তানের সুশিক্ষার দায়িত্ব পালন করে সন্তানকে নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যম বানাবে, নাকি তাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে নিজের আখিরাত ধ্বংসের মাধ্যম করবে।

নেক আওলাদ কি, দাদ ফরিয়াদ কি, খাতির আ'ও চলে, কাফেলে মে চলো।
কলব ভি শাদ হো, ঘর ভি আ'বাদ হো, পাও গে রাহাতেঁ, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রিসালা "আওলাদ কে হুকুক"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তম পদ্ধতিতে সন্তানকে শিক্ষা দিতে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"আওলাদ কে হুকুক"** এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। এই রিসালায় বিভিন্ন হাদীসে মুবারাকার আলোকে সন্তানের জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কীত অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। আজই মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে এই রিসালাটি মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অধিকহারে কিনে অপরকে উপহার স্বরূপ পেশ করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ব্যবহারে সন্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media) এর যে চারিত্রিক ও সামাজিক ক্ষতি রয়েছে তা সকল বিবেকবান ব্যক্তিই ভালভাবে অবগত, একটি সময় ছিলো যে, টিভি এবং সিনেমার ক্ষতিকর প্রভাব এবং ভয়ঙ্কর পরিনতি সমাজের জন্য খুবই চিন্তার বিষয় ছিলো এবং টেলিভিশনকে স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ঘোষণা করা হয়েছিলো, কিন্তু আজ মোবাইল এবং ইন্টারনেট সবচেয়ে বেশি সাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং চারিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পিতামাতার উচিৎ যে, নিজের সন্তানের অনুসরন ও গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি কৌশলে তাদের মাদানী প্রশিক্ষনও দেয়া, বিশেষ করে যে শিশু এখনো ছোট, **আল্লাহ্**র দোহাই! তাদের মোবাইল ও ইন্টারনেটের ভয়াবহতা থেকে বাঁচান, নয়তো এমন যেন না হয় যে, সেই কচি শিশুর চরিত্র এখন থেকেই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে। যদি এরূপ হয়ও, তবে বিশ্বাস করুন যে, এই সন্তান এবং পিতামাতা উভয়েরই সর্বস্থানে অপমান ও অপদস্ততার সম্মুখীন হতে পারে। সন্তানকে সমাজের

www.dawateislami.net

উত্তম ও নেক মুসলমান বানানোর জন্য নিজেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং নিজের সন্তানদেরকেও এই পরিবেশে সম্পৃক্ত রাখুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী দ্বীনি ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের দিকে পরিপূর্ণভাবে মনোযোগ দেয়া হয়, সুতরাং আপনার ছোট মাদানী মুন্না এবং মুন্নীদেরকে মাদরাসাতুল মদীনা বা দারুল মদীনায় এবং বড়দের জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন এবং আমলদ্বার কুরআনের হাফেয ও আলিমে দ্বীন বানান।

জামেয়াতুল মদীনা অন-লাইন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনে মতিনের ১০৩টিরও বেশি বিগড়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসারের কাজে সদা ব্যস্ত, এর মধ্যে একটি হলো **"জামেয়াতুল মদীনা অন-লাইন"**, জামেয়াতুল মদীনা অন-লাইনের অধীনে অন-লাইন ৪ বছরের দরসে নিজামী কোর্স করানো হয়, এতে প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে পাঠদান করা হয়। ❀ অন-লাইন কোর্স বিভাগটির অধীনে প্রায় ২২টি কোর্স করানো হয়, যার মধ্যে কতিপয় কোর্সের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করুন: ❀ তাফসীরে কুরআনে করীমের উপর দু'ধরনের কোর্স করানো হয়, একটি হলো, যাতে পুরো কুরআনে করীমে তাফসীর **"তাফসীরে সীরাতুল জিনান"** পড়ানো হয় এবং এই কোর্সের নামও **"তাফসীরে সীরাতুল জিনান"**, এর সময়কাল প্রায় ২৬ মাস। ❀ অপরটির নাম হলো **"ফয়যানে তাফসীর"**, যাতে পুরো কুরআনে করীমের তাফসীর সংক্ষিপ্তাকারে পড়ানো হয়, এর সময়কাল প্রায় ৯২ দিন। ❀ **ফয়যানে বাহারে শরীয়াত কোর্স:** এই কোর্সে আলিম বানানোর কিতাব বাহারে শরীয়াত সম্পূর্ন প্রায় ১২ মাসে সম্পন্ন করা হয়। ❀ **ফিকাহ ও আকাঈদ কোর্স:** এই কোর্সের সময়কালও ১২ মাস, এতে আকীদা ও ফিকাহের বিভিন্ন কিতাব পড়ানো হয় এবং ফরয ইলম শিখানো হয়। ❀ **নামায কোর্স এবং তাহারাত (পবিত্রতা) কোর্স:** এই দু'টি কোর্সেই নামায এবং পবিত্রতার মাসআলা মাসায়িল বিশদভাবে পড়ানো হয়। এই দু'টি কোর্সের সময়কাল ৬৩ দিন। ❀ **ফয়যানে হজ্ব ও ফয়যানে ওমরা কোর্স:**

www.dawateislami.net

হারামাঈন তায়্যিবাঈনের যিয়ারত কারীদের জন্য খুবই মনোমুগ্ধকর কোর্স, এতে হজ্ব ও ওমরার বিস্তারিত বিধানাবলী এবং পদ্ধতি শেখানো হয়, এই কোর্সের সময়কাল প্রায় ১ মাস এবং প্রতিদিন সময়সীমা প্রায় ৩০ মিনিটি। ❀ **নও মুসলিম কোর্স:** এটি ইসলাম গ্রহণকারী নও মুসলিমের জন্য অতুলনীয় কোর্স, এর সময়কাল ৭২ দিন। ❀ **সুন্নাত বিবাহ কোর্স:** বিবাহিত ও অবিবাহিতদের জন্য খুবই মনোমুগ্ধকর কোর্স, যাতে বিবাহের বিধানাবলী, স্ত্রীর অধিকার, পরিবার সুখের নীড় কিভাবে হবে? এবং আরো অনেক কিছু এই কোর্সে অন্তর্ভূক্ত, এর সময়কাল ৩০ দিন।

❀ **এই কোর্স গুলো ছাড়াও নিম্নবর্ণিত এই কোর্স গুলোও করানো হয়:**

❀ ফয়যানে ফরয উলুম কোর্স ❀ কাফন দাফন কোর্স ❀ ফয়যানে রমযান কোর্স ❀ ফয়যানে যাকাত কোর্স ❀ ফয়যানে তাসাউফ কোর্স ❀ আরবী গ্রামার কোর্স ❀ ফয়যানে শামাঈলে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোর্স ❀ আহকামে কোরবানী কোর্স ইত্যাদির মধ্যে অধিকাংশ কোর্সের সময়সীমা ৩০ মিনিট এবং কিছু কিছু ১ ঘন্টা। ইলমে দ্বীনের আগ্রহী আশিকানে রাসূলের জন্য এই কোর্স গুলোর মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এর ডিপার্টমেন্ট (Departmen) এর অপশনে (Option) গিয়ে মাদারাসাতুল মদীনা অন-লাইন থেকে এর ভর্তি (Admission) ফরম পূরণ (Fillup) করুন এবং ইলমে দ্বীনের ভান্ডার অর্জন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস, শত কোটি আফসোস!! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে আমাদের সমাজের অনেক পিতামাতা এমনও রয়েছে যে, নিজেরা তো নেকী থেকে বঞ্চিত রয়েছেই, তাদের সাথে সাথে নিজের সন্তানদেরও নিজেদের পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে, যদি সৌভাগ্যক্রমে তাদের সন্তান নেকীর পথে পরিচালিত হয়েই যায়, তবে দূর্ভাগ্যক্রমে এমন পিতামাতা তাদের নিরুৎসাহিত করে, ঠাট্টা করে, বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করে এবং এই পথ থেকে সরাতে চেষ্টা করে, এভাবে প্রতিদিনকার বিদ্রুপে অতিষ্ট হয়ে অনেক সময় সন্তানও খারাপ

www.dawateislami.net

পথে চলে যায় এবং মন্দ লোকদের সংস্পর্শে থেকে তাদের আচার আচরণ আয়ত্ব করে নেয়, গালাগালি, লড়াই ঝগড়া এবং নেশার মতো মন্দ অভ্যাসে পতিত হয়ে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত নষ্ট করে দেয়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষার মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই।

একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর সংকলন **"নেকীর দাওয়াত"** এর ৪৪৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেন: এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো যে, (যমযম নগর, হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের) এক যুবক সম্ভবতঃ ১৯৮৮ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সে নিয়মিত নামাযের পাশাপাশি মুখে দাঁড়িও সাজিয়ে নেয়। মাথায় পাগড়ী শরীফও শোবা পাচ্ছে। সে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়াও শুরু করে দেয়। সে এক মডার্ণ অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিল। তার জীবনে আসা মাদানী পরিবর্তনের কথা পরিবারের লোকদের পছন্দ হলো না। অতএব বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। বিভিন্নভাবে তার মনে কষ্ট দেওয়া হতো। সুন্নাতেভরা জীবন পরিচালনায় বিভিন্ন ভাবে বাধা দেওয়া হতো, আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ ত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়া হতো। সে কখনও কখনও অতিষ্ট হয়ে আবেদন করতো, আমাকে এই মাদানী পরিবেশ থেকে পৃথক করে নিও না, তাহলে পরে আফসোস করতে হবে। কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিল না। বিরোধিতার এই ধারাবাহিকতা প্রায় তিন বৎসর ধরে চললো। অবশেষে অতিষ্ট হয়ে পরিবারের নিকট সে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলো। দাঁড়ি মুন্ডিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ থেকে দুরে সরে গেলো। বড় ভাই যেহেতু একজন ডাক্তার, তাই তাকেও ডাক্তার বানানোর উদ্দেশ্যে সর্দারাবাদের (পাঞ্জাব) এক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলো। সেখানে হোষ্টেলে অসৎসঙ্গের কুপ্ররোচনার শিকার হয়ে সে "গাঁজা" খাওয়া শুরু করে দিলো। ফলে সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। পরিবার-পরিজন তাকে পুনরায় হায়দারাবাদ নিয়ে এলো। পিতা তার

www.dawateislami.net

চিকিৎসার জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করলো। কিন্তু আরোগ্য লাভ করেনি, অভ্যাসও ছাড়েনি, বরং এখন সে নতুন সূত্রে **"হিরোইনের"** নেশা করতে শুরু করে দিলো। অতিরিক্ত নেশা করার ফলে সে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। দাঁতের শুভ্রতা নষ্ট হয়ে গিয়ে কালো দাগ পড়ে গেলো। লেখাটি লেখা পর্যন্ত তার অবস্থা একটি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতে তার পিতা বর্তমানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, এবং বেচারা খুবই আফসোস করছেন যে, আহ! তখন যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র গুরুত্ব বুঝতে পারতাম! তখন আমি যদি আমার সন্তানটিকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ থেকে ফিরিয়ে না আনতাম! তাহলে আজ এ অবস্থা দেখতে হতনা! কিন্তু এখন আফসোস করে কি লাভ! **আল্লাহ্ তা'আলা** সেই যুবকটিকে নেশার বদ-অভ্যাস ছাড়িয়ে পুনরায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া রব বাঁচালে তু মুঝে নারে জাহান্নাম সে,
আওলাদ পে ভি বলকে জাহান্নাম হারাম হো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আমরা **"সন্তানের সুশিক্ষা এবং পিতামাতার দায়িত্ব"** সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

☆ পিতামাতার সুশিক্ষা সন্তানকে ভাল আর কুশিক্ষা খারাপ বানিয়ে দেয়।
☆ নেককার সন্তান দুনিয়ায় প্রশান্তি আর আখিরাতে মুক্তির উপায়।
☆ ভাল পিতামাতা সন্তানের সুশিক্ষায় কখনো উদাসীন হয় না।
☆ ভাল পিতামাতা সন্তানকে বদদোয়া করে না।
☆ ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া সন্তানের স্বাস্থ্য ও চরিত্রকে নষ্ট করে দেয়।
☆ সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কখনো অলসতা ও সংকীর্ণতা প্রকাশ করা উচিৎ নয়।
☆ নেককার সন্তান এমনি এক নেয়ামত, যে পিতামাতার বৃদ্ধবয়সে তাদের সহায় হয়, উত্তম সন্তান পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের মুক্তির উপায় হয়।

www.dawateislami.net

☆ বর্তমানে সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন যতটুকু, সম্ভবত এর পূর্বে তা কখনো ছিলো না।

☆ যে সন্তান শৈশবে ভাল সঙ্গ পায় না, অনেক সময় সে বড় হয়ে পিতামাতার জন্য কষ্ট ও চিন্তার কারণ হয়।

☆ যে পিতামাতা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দেয় না, তাদের লজ্জিত ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়।

সুতরাং উত্তম পিতামাতার প্রমাণ দিয়ে নিজের সন্তানকে কুরআনে করীমের ভালবাসা এবং এর বিধানাবলীর উপর আমল করা শেখান। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আশিকে রাসূল ও নেককার বানান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাঁচির সুন্নাত ও আদব

হাঁচি দেয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এরও সুন্নাত ও আদব রয়েছে। কিন্তু আফসোস! মাদানী পরিবেশ থেকে দূরত্বে থাকার কারণে মুসলমানদের অধিকাংশরই এই বিষয়ে কোন ধারণা নেই, যেখানেই হাঁচি আসে জোড়ে জোড়ে "হাঁচি" দিয়ে দেয়। অথচ আমাদের এরও সুন্নাত ও আদব শেখা এবং এর উপর আমল করা উচিৎ।

❀ হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ১০৩ পৃষ্ঠা) হযরত উবাদা বিন সামিত, শাদাদ বিন আওস ও হযরত ওয়াছালা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ থেকে বর্ণিত যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কারো ডেকুর বা হাঁচি আসলে, আওয়াজ উচ্চ করো না। কেননা, শয়তানের এই বিষয়টি পছন্দ যে, এতে আওয়াজ উচ্চ করা হোক। (মুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তাশমিয়াতুল আতিস, ফসল ফি তাকরীরিল আতিস, হাদীস নং-৯৩৫৫, ৭/৩২) ❀ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা সুন্নাত, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ কিংবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলা। শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ يَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার উপর দয়া করুক) বলা ওয়াজিব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা শুনতে পায়। যদি

www.dawateislami.net

উত্তর দিতে দেরী করে তবে গুনাহগার হবে। শুধু উত্তর দেয়াতে গুনাহ ক্ষমা হবে না সাথে তাওবাও করতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কারো হাঁচি আসে এবং সে اَلْحَمْدُ لِلّٰہ বলে তবে ফিরিশতা বলে رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ আর যদি সে اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ বলে তবে ফিরিশতার يَرْحَمُكَ الله অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার প্রতি দয়া করুক। (তাবারানি আওসাত, হাদীস নং-৩৩৭১, ২/৩০৫) ❀ উত্তর শুনে হাঁচিদাতা এভাবে বলুন يَغْفِرُ اللّٰہُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুক) অথবা এভাবে বলুন يَهْدِيْكُمُ اللّٰہُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের হিদায়াত দিক ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুন) (ফাতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩২৬) ❀ হাঁচি দাতার উচিত উচ্চ স্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰہ বলা যাতে অন্যরা শুনে এর উত্তর দেয়, উভয়ে সাওয়াব পাবে। (ফাতোয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩২৬) ❀ হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজিব। দ্বিতীয়বার আসলো এবং পুনরায় اَلْحَمْدُ لِلّٰہ বললো, তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ১০২ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আয়াস বিন সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, **হুযুর নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এক ব্যক্তি হাঁচি দিলো, আমিও উপস্থিত ছিলাম। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: يَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার প্রতি দয়া করুক) তার আবারো হাঁচি আসলে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এর সর্দি হয়ে গেছে।

(তিরমিযী, কিতাবুল আদব, ৪/৩৪১, হাদীস নং-২৭৫২)

হে আমাদের প্রিয় **আল্লাহ্**! আমাদেরকে হাঁচির সুন্নাত এবং আদবের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net